(অন্য উমা) .....

শরতের ঝলমলে দুপুর রোদে তখন হালকা হিমেল হাওয়ার স্পর্শ। রাস্তায় লাল পেড়ে সাদা শাড়ি তে সিঁদুর মাখা হাসি মুখে, হাজার বাতির রোশনাই। পান পাতা , সুপুরি , সন্দেশ , সিঁদুর কৌটো নিয়ে তখন লম্বা লাইন ,প্যান্ডেল চত্বরে। বিদায় বেলায় মা দুর্গা তখন ঘরের মেয়ে , খালি মুখে মেয়ে ঘর ছেড়ে যায়না তাই তাকে মিষ্টি মুখ করিয়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে তবে বিদায়। সারা বছর সেই সিঁদুরের ছোঁয়া যত্নে কৌটো বন্দী করে মা দুর্গা কে মনে মনে হয়তো সব মেয়েরাই বলে , ' মা আমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখো' । রাজশ্রী এই দিনটির অপেক্ষা করে সারা বছর। রীতি নীতির মানে তার কাছে একটু অন্য রকম বরাবর।

রূপ -যশ -অর্থ - পুত্র , বর সে কখনো চাইনি। অনেকবার মাটির আদলে মায়ের মুখ কাছ থেকে দেখেছে , তার ঠান্ডা গালে সিঁদুরের স্পর্শ দিয়েছে , মনে হয়েছে একবার তার বুকে মাথা রেখে গলা জড়িয়ে আদর করে। কিন্তু মায়ের কাছে দাবিদার এর সংখ্যা প্রচুর , লাইন এ ধাক্কাধাক্কি , এক বান্ডিল বই , ল্যাপটপ , কদাচিৎ চোখে পড়া কিছু পেন-কলম মা দুর্গার পায়ে ছুঁইয়ে নিতে পারলে তবেই নিশ্চিন্তি , এই ভাবনার ভিড়ে মা কে আর গলা জড়িয়ে রাজশ্রী আদর করতে পারেনা। বিশেষ কিছু চাইতেও পারেনা সে মায়ের দিকে তাকিয়ে। শুধু বলে প্রতি বছর তোমাকে যেন এইভাবে পেতে পারি। ধর্মের রক্ত চক্ষুর ভয় আছে, তাই সে বলতে পারেনা যে নিজের ভিতর সে আরেক উমার অস্তিত্ব অনুভব করে। মানব শরীরে দেবী রূপ - সে এক সাংঘাতিক ঘটনা। ছিঃ ছিঃ মানুষ হয়ে নিজেকে দেবী মনে করা এ যে ঘোর পাপ !!

ক কিন্তু রাজশ্রী যে তাই ভাবে। তাই হয়তো ভিড়ের আড়ালে অন্য উমা কে দেখেছিলো। সিঁদুর মাখা হাতে যখন লাইন এ দাঁড়িয়ে থাকা সব এয়োতির সিঁথি সে রাঙিয়ে দিয়ে শুভ বিজয়া বলছিলো , ঠিঁ তখন সে এসে দাঁড়ালো রাজশ্রী র সামনে। মলিন মুখে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল হাসি। সিঁথিতে সিঁদুর , পরনে মলিন সালোয়ার কামিজ , নিরাভরণ হাত এগিয়ে এলো রাজশ্রীর দিকে। কাঁধে একটা ছেঁড়া ব্যাগ , কিছু অপ্রয়োজনের অযথা জিনিস ভরা , কুড়িয়ে পাওয়া ব্যাগ -জামা তে সেজে সে তাকিয়ে ছিল রাজশ্রীর দিকে। পুজো প্রাঙ্গনে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকেই অবহেলা ভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখছে আর তার কাছ থেকে সরে আসছে। ভাবছে হয়তো -- ' পাগলী কে দেখো , সধবা সাজার শখ হয়েছে , কিছু হাসি , কিছু কৌতুক চাহনি।

রাজশ্রী ঠিক চিনেছে , সে এসেছে মাটির মূর্তি থেকে রক্ত মাংসের শরীরে , অন্য উমা হয়ে।

এমন সুযোগ কজন পায়। মা আসেন হয়তো এইভাবে , জেনে নিতে , চিনে নিতে তার সত্যিকারের ভক্ত কে কাছে পেতে। সে মানব রূপী উমা, রাজশ্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলো। হেসে প্রশ্ন করলো , ' দিদি তোমার বাড়ি কোথায় ?' রাজশ্রী বললো , ' একটা ফটো তুলি দুজনে ?' একটু লাজুক হাসি হেসে সে পাশে দাঁড়ালো। ওঁর কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে ফটো তোলার সময় একটা ঠান্ডা স্পর্শ - মায়ের স্পর্শ পেলো রাজশ্রী।

প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় পিছন ফিরে আরেকবার রাজশ্রী দেখলো তাকে। হয়তো ভুল হলো , হয়তো উমা নয় , হয়তো সত্যি কারের পাগলী মেয়ে। এয়োতি দের রাঙা সিঁথি দেখে সেই পাগলির মনের কোনো আবছা ধূসর কোণে সুপ্ত বাসনা তাকে পূজা প্রাঙ্গনে এনেছিল। হয়তো নিজেই আনমনে পরে থাকা থালায় সিঁদুর দেখে নিজের সিঁথিতে পড়েছিল আর সবাইকে দেখে তাদের মতো করে এয়োতি কে সিঁদুর পড়াচ্ছিলো। রাজশ্রী বাড়ি ফেরার পথে নিজের মনেই হেসে উঠলো। পাগলী কে ? সেই মলিন মুখের হাসি নাকি রাজশ্রীর মনের আড়ালে সেই অন্য উমা ??

ধর্ম -সংস্কার জানেনা রাজশ্রী। মানব দেহে ঈশ্বর আছেন। তাঁর নাগাল পাওয়া শক্ত। সেদিন পুজোর প্যান্ডেল এ যে অনুভূতি তার হয়েছিল তা কি ঈশ্বরের অস্বিত্ব নিয়ে লেখা অজস্র পুঁথির পাতায় লেখা আছে ? হয়তো আছে হয়তো বা নেই। ঈশ্বরের অস্বিত্ব , অশরীরীদের নিয়ে অনেক আখ্যান আছে।

মানুষের বিশ্বাস -ভয়, সব কিছু নিরাকার কে ঘিরে কল্পনা র আশ্রয়ে। সেই কল্পনাই হয়তো পাগলির মলিন হাসিতে রাজশ্রী কে অন্য উমার সন্ধান দিয়েছিলো। প্রশ্ন রয়েই গেলো।
কিন্তু রাজশ্রী এই পুজোয় বিসর্জনের প্রাগ মুহূর্তে অন্য উমা কে পেলো।
©dipshikhadey